বিশ্বের ইতিহাসে আধুনিক যুগের আবির্ভাবের সাথে ইউরোপের র‍্যানেশাঁসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। চতুর্দশ শতকের ইতালীতে এবং পরে ষোড়শ শতকের পশ্চিম ইউরোপে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক রূপান্তর শুরু হয়েছিল। মানব জীবন ও মানবিক সত্তা সম্বন্ধে এক নতুন চেতনার প্রসার ঘটেছিল, যেখানে মানুষ দৈবের অধীন এক অসহায় জীব নয়, একজন সৃজনশীল ব্যক্তি। নবজাগরণের কালের ইতালীতে এই চেতনার উত্থান। 1860 খ্রীষ্টাব্দে সুইৎজারল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক *জ্যাকব বুখার্ড* নবজাগরণ ও মানবতাবাদ সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত *"The Civilization of the Renaissance in Italy"* গ্রন্থে। আঠারো শতকের যুক্তিবাদী পণ্ডিতগণ তাঁদের বিশ্বাসের উৎস খুঁজতে গিয়ে ফিরে তাকিয়েছিলেন ইতালীর নবজাগরণের যুগে। বুখার্ডের মূল বক্তব্য ছিল, রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে প্রবেশ করে। সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব এবং নগরগুলির অবক্ষয় ধ্রুপদী সভ্যতার সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করেছিল। এই পটভূমিতে ইউরোপের শহরগুলিতে বাণিজ্যের পুনরুত্থান ও নগরজীবনের প্রসার দিয়েই এক নবচেতনার সূত্রপাত ঘটেছিল। এসেছিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাণিজ্যের মধ্যে যে সম্পন্ন সুখী জীবনের আকর্ষণ ছিল তা জন্ম দিয়েছিল এক নতুন জীবনবোধের। এই জীবনবোধ সঞ্জীবিত হয়েছিল ধ্রুপদী সাহিত্য চর্চার ফলে। কালক্রমে তা একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবন দর্শনের জন্ম দেয়।

বুখার্ডের এই সিদ্ধান্ত উনিশ শতকের ইতিহাস ভাবনায় প্রভাব ফেললেও 1940-এর দশক থেকে মধ্যযুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করে। এই যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় হিসাবে না দেখে বিভিন্ন পর্যায়ের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলেন বেশ কিছু ঐতিহাসিক। তাঁদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগ ও নবজাগরণের আধুনিক যুগের সূচনা পর্বের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট ব্যবধান ছিল না। তাই নবজাগরণের যুগের ইউরোপকে মধ্যযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তবুও মানতে হবে *বুখার্ড* যে রূপান্তরের কথা বলেছিলেন, তা ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। শুধুমাত্র বিদ্যাচর্চায় নয়, অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভিন্ন আদর্শ গৃহীত হচ্ছিল। উত্তর ইতালীর নগরগুলিতে ধীরে ধীরে বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটি সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। তবে শুধুমাত্র বাণিজ্যের সমৃদ্ধি নয়, চতুর্দশ শতকের নতুন যুগচেতনার উত্থান ঘটেছিল আরও নানা কারণে।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ইতালীর উত্তর ও মধ্যাঞ্চলেই নাগরিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এই নগরগুলির, বিশেষত ফ্লোরেন্সের সামাজিক কাঠামো প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সর্বোচ্চস্তরে ছিলেন সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিবর্গ যাঁরা 'nobli', 'principali', 'grandi' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন, এর অর্থ হল তাঁরা ছিলেন 'the first citizens'। এঁরাই সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতেন বা প্রধান প্রধান সরকারী পদাধিকারী ছিলেন। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা ছিলেন সুশিক্ষিত, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ফলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং সুবৃহৎ প্রাসাদের বাসিন্দা, যেগুলি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন দোকানদার, ব্যাঙ্কার, মদ-বিক্রেতা, ঔষধবিক্রেতা, শিল্পী, আইনজ্ঞ, শিক্ষক, সাধারণ চাকুরীজীবী প্রমুখ, যাঁরা 'mezzani' অথবা 'populari' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ক্রমোচ্চ স্তরবিশিষ্ট গিল্ডের সদস্য ছিলেন। সরকারী বিষয়ে তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডারও ছিল সীমিত, তবে তাঁরা হিসাবশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন একেবারে দরিদ্র সাধারণ মানুষ বা 'poveri'। সর্বোচ্চস্তরের এই মানুষগুলিই র‍্যানেশাঁয় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন, অর্থ জুগিয়েছিলেন। কখনও কখনও দ্বিতীয়স্তরের ব্যক্তিবর্গের সীমিত অবদানও ছিল। শহরের অভিজাত শ্রেণী তাদের বিত্তের প্রচার করতেন সুন্দর প্রাসাদ বানিয়ে। সে যুগের অনেক বড় শিল্পীই এই প্রাসাদগুলিতে দেওয়াল-চিত্র আঁকতেন এবং জীবিকা নির্বাহ করতেন সম্পন্ন বণিকদের অর্থানুকূল্যে। অভিজাত বণিকগণ সামাজিক আধিপত্য সুদৃঢ় করার জন্য শিল্পকলার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। অর্থাৎ ইতালীর শহরগুলিতে যেভাবে শিল্পকলার প্রসার ঘটেছিল, তার সঙ্গে এই বণিক শ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষার একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পারস্পরিক বিরোধিতা ছিল। পাশাপাশি সম্পন্ন নাগরিক এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র নগরবাসীর মধ্যেও নানা ধরণের সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণী এভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলে নগর প্রশাসন চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে নাগরিকবৃন্দ ক্রমশঃ একজন ব্যক্তি বা রাজার শাসন পছন্দ করতে শুরু করল। প্রজাতান্ত্রিক যৌথ শাসনের জায়গায় তারা একজন সমরনায়ককে নির্বাচন করল। এঁরাই হলেন *'Signor'*। কালক্রমে তাঁরা তাঁদের পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন। ফ্লোরেন্সের *মেদিচি* পরিবার এ প্রসঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

এরই মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল *ভেনিস*। সেখানে একটি ক্ষুদ্র বণিকগোষ্ঠী নগর প্রশাসনে যৌথ নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রেখেছিল। কিন্তু অন্যত্র প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর উপর রাজতান্ত্রিক কাঠামো আরোপিত হল। *'Signor'* তাঁর নিজের স্বার্থেই আইনজ্ঞ প্রশাসক গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতেন। বিভিন্ন দপ্তরে তাঁদের নিয়োগ করা হত। *বুখার্ড* লিখেছেন, এই নগররাষ্ট্রীয় কাঠামো একটা নাগরিক সত্তার জন্ম দিয়েছিল। এই নাগরিক সত্তায় কতটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু শহরের অন্ততঃ কিছু মানুষের মধ্যে এই চেতনা বিস্তৃত হয়েছিল এবং নগররাষ্ট্রের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার একটা বিশেষ দায়িত্ববোধ এই নাগরিক সত্তাকে আরও প্রবল করেছিল।

এই নগরগুলিতে বাণিজ্যের প্রয়োজনে এবং নগর প্রশাসনের প্রয়োজনে একটা শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এবং এঁদের একটি সম্মানজনক সামাজিক স্থান ছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন আইজীবিগণ, যাঁরা বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনার কাজে বণিকদের সহায়তা করতেন। এঁদের সহযোগী ছিলেন এক শ্রেণীর করণিক, যাঁদের বলা হত *'Notary'*। রোমান আইনে বুৎপত্তি থাকার কারণে মানবতাবাদী বিদ্যাচর্চায় এঁদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। সাধারণত দলিল বা চিঠিপত্র লেখার জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করলেও এঁদের আইন পড়তে হত এবং লাতিন ব্যাকরণে তাঁদের মৌলিক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যেখানে যাজক শ্রেণীর বহির্ভূত অনেক মানুষ উচ্চশিক্ষার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যাঁদের মানবতাবাদী দার্শনিক বলা হয়, এঁরা ছিলেন তাঁদের পূর্বসূরী। অনেকেই প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষাশিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। যেমন, পাদুয়ার বিচারক *লোভাটো লোভাটি* এবং উকিল *আলকার্টিনি মুসাটো*। কালক্রমে এঁরা যে বিদ্যাচর্চার সূচনা করেছিলেন, তা থেকেই চতুর্দশ শতকে মানবতাবাদী বিদ্যাচর্চার জন্ম হয়েছিল। একেই বলা হয় *'Studia humanitatis'*। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় মানবতাবাদী শিক্ষকগণ নিজেদের শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রদের লাতিন ব্যাকরণ, ধ্রুপদী সাহিত্য, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং ইতিহাস পড়াতেন। বিশেষ একটি বিষয় ছিল *'Rhetoric'* বা *বাকশাস্ত্র*। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত সাধারণ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলিতে একটি বিশেষ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁদের জীবিকার প্রয়োজনে যে বিদ্যাচর্চার সূচনা করেছিলেন, কালক্রমে তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল মানবতাবাদী দার্শনিক চেতনা। যেমনভাবে নগরগুলির বাস্তুশিল্পে ধ্রুপদী শিল্পকলার অনুকরণ থেকেই জন্ম নিয়েছিল র‍্যানেশাঁসের সাংস্কৃতিক বৈভব।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছিল *'Scholasticism'*-এর প্রতাপ। মানবতাবাদী বিদ্যাচর্চাকে এর প্রতিযোগী হিসাবে ভাবা হলেও পল অস্কার ক্রিসটেলার মানবতাবাদকে ততটা গুরুত্ব দিতে রাজী নন। তাঁর মতে, মানবতাবাদী দর্শনের উৎস অনেকটাই ছিল মধ্যযুগীয় অ্যারিস্টটল চর্চা। মানবতাবাদী পণ্ডিতগণ নতুন কোনও দর্শনের উদ্ভাবন করেননি, বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন মাত্র। মানবতাবাদীরা *'Scholasticism'*-কে আক্রমণ করেছিলেন মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীকে বদলাবার তাগিদে। র‍্যানেশাঁসের পণ্ডিতগণ প্রাচীন গ্রীক দর্শনকে নতুন করে যে আবিষ্কার করলেন, তাও ঠিক নয়। মধ্যযুগের আরবী বণিকদের মাধ্যমে ইউরোপের পণ্ডিতগণ গ্রীক প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে পরিচিত হন এবং ত্রয়োদশ শতকে এগুলির লাতিন অনুবাদও হয়েছিল। ক্রুসেডের পরে কনস্ট্যান্টিনোপলে ইতালীয় বণিকদের বসতি গড়ে উঠলে এই সংযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। নবজাগরণের সময় এই ধ্রুপদী বিদ্যাচর্চার আরও বিস্তার ঘটেছিল।

প্রতিষ্ঠিত নাগরিকগণও নিজেদের আবাসে ধ্রুপদী পুঁথি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবতাবাদী দার্শনিক চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন। অনেকের বাড়িতেই এই ধরণের শাস্ত্র আলোচনা সভা বসত। যেমন, 1370-এর দশকে ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর *কলুচিয়ো সালুতাতি*। পেত্রার্কের সাহিত্যকীর্তির পাশে সালুতাতিকে নিষ্প্রভ মনে হলেও ধ্রুপদী সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। প্রথম প্রজন্মের মানবতাবাদী পণ্ডিতদের একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বের প্রধান চরিত্র ছিলেন তিনি। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল ধ্রুপদী সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র। চ্যান্সেলর হিসাবে তাঁর লেখা চিঠিপত্রে প্রাচীন রোমের রাষ্ট্রদর্শনের উল্লেখ থাকত। প্রাচীন রাজনীতিকদের বক্তৃতা বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রতন্ত্রের আলোচনাকে তিনি সহজ করতে চেয়েছিলেন। এই জাতীয় বিদ্যাচর্চাই হল *'Rhetoric'*। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে *লিওনার্দো ব্রুনি* বা *পজিও ব্রাসিয়োলিনি* প্রমুখ দ্বিতীয় প্রজন্মের মানবতাবাদীরা এই ধ্রুপদী রাষ্ট্রবিদ্যার চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রশাসক *ফিচিনো* নিজের বাসগৃহে খুলেছিলেন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত *'Plato Academy'*। এইভাবেই যে নতুন জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানচর্চার জন্ম হয়েছিল, তাকেই বলা হয়েছে *'Studia Humanitatis'*। *পেত্রার্ক* এই নতুন জ্ঞানচর্চার ভিত্তিতে পাঠক্রমের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এই নতুন পাঠক্রম যে নতুন শিক্ষিত প্রশাসক তৈরী করেছিল, তারাও এই মানবতাবাদী জীবন দর্শনের সমান অংশীদার ছিলেন।

বুখার্ড কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণে ধর্মকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। মানবতাবাদী সংস্কৃতির উত্থানের পরেও মানুষের সহজাত ধর্মবোধ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই ধর্মবোধ কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক জীবনে নব্য রূপান্তরকে রোধ করতে পারেনি। চার্চ বিত্ত-বাসনাকে যতই নিন্দা করুক না কেন, মানুষ কিন্তু বিত্তের সন্ধানে অনেক বাধা অতিক্রম করে সম্পদ সঞ্চয় করেছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকে যাজক শ্রেণীর

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক আধিপত্যও সঙ্কুচিত হতে থাকে। পাদুয়ার পণ্ডিত *মার্সিলিয়োর* মতো অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন, চার্চকে রাষ্ট্রের পদানত হতে হবে। অথচ তিনি বা তাঁর সহকর্মীদের কেউই ধর্মবিরোধী বা নাস্তিক ছিলেন না।

উত্তর ইতালীর শহরগুলিতে সামাজিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে মানবতাবাদী জীবন দর্শনের প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু মানবতাবাদের স্পষ্টতর সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। মানবতাবাদ জীবনের জয়গান হলেও এই জীবনমুখী চেতনা কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। অথচ জীবনের প্রয়োজন এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্য একটা বিচ্ছেদরেখাও এখানে স্পষ্ট। ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ জরুরী ছিল। তাই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় অনুশাসনে সুদ নেওয়া গর্হিত অপরাধ কি না, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার অবকাশ ব্যবসায়ীদের ছিল না। *'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'*-এর ইহুদী সাইলক সুদখোর ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইহুদীরাই শুধু সুদ নিত, আর খ্রীষ্টান পুঁজিপতিরা তা নিত না। আসলে ব্যবসার প্রয়োজনে সুদ নিতেই হয়। তার মধ্যে গর্হিত কোনও অপরাধ নেই। মানবতাবাদী লেখকগণ অনেকেই এই বিষয়ে লিখেছিলেন। যেমন, তাঁরা বলেছিলেন, মানুষ যদিও ঈশ্বরের সৃষ্টি, তথাপি তার জীবনের চালিকাশক্তি হল বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম। এই জীবনচর্যায় ঈশ্বর অনুপস্থিত। মানুষ তার নিজের মতো করে জীবন গড়ে নেয়।

সপ্তদশ শতকের অনেক নীতিশাস্ত্রবিদ একই কথার পুনরুক্তি করেছেন। যেমন *পিউরিটান* ধর্মমতে *'Spiritual Calling* এবং *'Temporal Calling'* — এই দু'টিকে আলাদা করে দেখা হয়েছিল। অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি ও জীবনচর্যা দু'টি আলাদা ক্ষেত্র। একদিকে মানুষ জীবনের দাবী মেটায়, অন্যদিকে নিভৃতে উপাসনা করে। আঠারো শতকের দার্শনিকদের কাছে এটাই ছিল *'Deism'*, যার মূলে ছিল এক দূরবর্তী ঈশ্বরে বিশ্বাস, যিনি প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনকে পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন। র‍্যনেশাঁস যুগের বিজ্ঞান এবং সতেরো শতকের *বিজ্ঞান বিপ্লব* একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। *কোপারনিকাস থেকে নিউটন* — সকলেই ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মানতেন যে, প্রকৃতি ঈশ্বরের সৃষ্টি হলেও সে তার নিজের নিয়মে চলে, নিজের নিয়মেই সে গতিশীল। এখানে প্রকৃতিই যেন নতুন অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিজ্ঞান বিপ্লব প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মানবিক অবস্থান সম্বন্ধীয় চেতনাকে সুদৃঢ় করেছিল। বিজ্ঞান বিপ্লবে মানবতাবাদের যে পূর্ণতা, জ্ঞানদীপ্তির যুগে আঠারো শতকে যার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি, তার তিন শতক আগে ইতালীর নানা শহরে বিভিন্ন সংশয়ের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় এই চেতনারই ক্ষীণ পদধ্বনি। মানবতাবাদের তখন শৈশব অবস্থা। মানবতাবাদীগণ শৈশবের ঔৎসুক্য নিয়েই নতুন যুগের সন্ধান করেছেন, যেখানে পথ দেখিয়েছে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনদর্শন। তাঁরা বারে বারে ফিরে তাকিয়েছেন প্রাচীন ইউরোপের সেই জীবনবীক্ষায়।

তাই র‍্যনেশাঁসের যুগের মানবতাবাদ এমন এক জীবনদর্শন, যার কেন্দ্রে ছিল এক ধরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা। এর সঙ্গে ছিল এক ধরণের নতুন যুগচেতনা। কিন্তু সকলের মধ্যেই যে একই ধরণের সমাজ ভাবনা ছিল, তা নয়। তবে কম বেশি সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা আঁধার পেরোনোর যুগসন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান। যদিও মধ্যযুগকে *অন্ধকারের যুগ'* বলা অযৌক্তিক, তবুও অনেকের রচনাতেই এই সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এরা সকলেই নিজেদের সময়কে মধ্যযুগ থেকে আলাদা করে দেখেছেন এবং ভেবেছেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব ধর্মের বন্ধন ছিঁড়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের হাত ধরে আগত ধর্মীয় অনুশাসন, যা প্রাচীন দর্শনের জীবন মাহাত্ম্য অস্বীকার করে একটি তাপসিক মূল্যবোধ প্রচার করেছিল, তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন যুগে প্রবেশের অনুভূতি দ্বারা ইতালীয় মানবতাবাদীগণ শিহরিত হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner